হারানিধি

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥হারানিধি॥

এখন জানি হারালে জিনিসটা যখন পাওয়া যাবেই না, কাজেই নতুন কলম, নতুন বই, নতুন টুকিটাকি কিনে ফেলতে দেরিও করি না। কিন্তু তখন পুরোনোর পরিবর্তে আর একটি তেমন কেনা সহজ ছিল না। অনেক দরবার করে তবে পেতেম একটা নেকড়ার গোলা, চটিজুতো কিংবা এক জোড়া মোজা। সেইজন্য হারিয়ে গেলে তারা আবার ফিরে আসবে এমনি একটা বিশ্বাস ধরে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না—আসতও ফিরে।

সার্জেন মার্কার আসত বিলিয়ার্ড খেলাতে, তাকে অনেক ধরে বলে-কয়ে আদায় হত রঙিন সুতো দিয়ে বাহার-করা নেকড়া-গোলা। হঠাৎ খেলতে খেলতে একদিন হয়ে গেল অদৃশ্য। জুতোওয়ালা চীনেম্যান আসত বছরে একবার, তার কাছে দরবার করতে হত যাতে আমার পায়ের একটা মাপ নেয়। তাকে খুশি করতে চীনে ভাষা শিখে নিতেম ঈশ্বরবাবুর কাছে ("ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। খানিক চীনে সুরে খানিক উর্দু-মেলানো একছত্র কথা সেইটে শিখিয়ে ছেড়ে দিতেন; যেমন আসা চীনেম্যান রেখে যেন গজ্‌গজ্‌ করতে করতে পায়ের দিকে চেয়ে বসে যেত মাপ নিতে পায়ের। ভয়ে তখন হাত-পা আমার ঠাণ্ডা। এমন সব কাণ্ড করে চাওয়া জুতো, সেও দেখতেম ফস্‌ করে হারিয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

দিন কাটে দুর্ভাবনায়। জুতো হারানো, গোলা হারানোর কথাটা চেপে রাখি রামলাল চাকরের কাছ থেকে। তারপর একদিন দেখি, গোলা হয় বড়ো বড়ো ঝাড়ের মাথা থেকে গড়িয়ে নামল, নয়তো টুপ করে এসে পড়ল পায়ের কাছে কার্নিসের উপরে চড়াই পাখির বাসা থেকে। জুতো জোড়ার এক পাটি বেরিয়ে এল ইংরিজি বই-ঠাসা বড়ো বড়ো আলমারির চাল থেকে, আর-এক জোড়া ধুলোয় ভরা সেকেলে গালচের তলা থেকে। কালো বার্নিশ তখন চটে গেছে তাদের, যেন কোথায় দূর দেশের পথ ভেঙে ধুলো-সাদা মেখে এল—তারা হারানো রাজত্বের ফেরৎ যাত্রী।

হারানিধি খুঁজে না ফিরে চুপচাপ অপেক্ষা করায় ফল পাওয়া যায়, এ বিশ্বাস বড়ো হয়েও গেল না।

হারালে ফিরে আসবে বলে বসে থাকা চলত ছেলেবেলায়—এখন তা তো চলে না। খোঁজাখুঁজি, খানিক তম্বি-তম্বা, পুলিশ ডাকা-ডাকিও করে থাকে; কিন্তু মনে জানি, আছে কোথাও, একদিন দেখা দেবে হঠাৎ।

সেকালের একটা ঘটনা বলি। বনস্পতি হীরের একটা আংটি বাবামশায় মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল—সোনাটা আছে, হীরেটা পালিয়েছে কোথায়। তম্বি-তম্বা, খোঁজাখুঁজি; গোবিন্দ বলে একটা চাকর মেয়াদ খাটতে পর্যন্ত গেল। হঠাৎ একদিন কাপড়ের আলমারি ঝাড়ার সময় বেরিয়ে গেল হীরেটা। আলমারি ছিল বাবামশায়ের বুদ্ধু বেহারার জিম্মেতে। জেরা করা মাত্র সে সাফ জবাব দিলে, বাবুমশায়ের ছাতার মধ্য থেকে ওটা টপ্‌ করে একদিন পড়ল। ঝাড়ের ঝলম কি হীরে, সে কি জানে? সে তুলে রেখেছে ওই আলমারিতে।

অতি বিশ্বাসী বুদ্ধুর দৌড় দেখে বৈঠকখানায় প্রচণ্ড হাসির রোল উঠল। গোবিন্দ খালাস হয়ে তিনশত টাকা বকশিশ পেয়ে পূর্ববৎ কাজে লেগে গেল। বনস্পতি রইলেন বন্ধ সিন্দুকে।

খুব অল্প দিনের কথা—অনেক কষ্টে একটা কাকাতুয়া ধরলেম। পাখিটা দু-তিন বার শিকলি কেটে পালাল, ধরাও পড়ল। শেষে একদিন উধাও। কেদার চাকর শূন্য দাঁড় হাতে এসে বললে, পাখি হারিয়েছে। তখন সন্ধ্যাকালে অন্ধকারে লুকিয়ে গেছে পাখি, আমি বলি, হারিয়েছে আসবে। মা হেসেই অস্থির। উড়ো পাখি ফেরে কখনো? কেদারকে বললেম, দাঁড়ে প্রতিদিন খাবার দিয়ে ঝুলিয়ে রাখ বাগানের সামনে।

একদিন গেল, দু-দিন গেল, পাখির দেখা নেই। তিন দিনের দিন দেখি—কোন্ সকালে এসে বসে আছে পাখি আপনার দাঁড়ে। সেই থেকে ছাড়া ছিল সে পাখিটা। উড়ে যেত গাছে, ফিরে আসত দাঁড়ে।

বাল্যকাল থেকে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে—ভুল বিশ্বাস নয় এটা। পুরীতে সমুদ্রের তীরে থাকি, চোরে নিয়ে গেল ছেলেদের কাপড়ের বাক্সটা; অনেক খুঁজে বালির মধ্য থেকে বার হল বাক্স কাপড় সবই। কেবল পাওয়া গেল না একছড়া নতুন-কেনা গলার হার সোনার, গোটা-কয়েক টাকা, আর বুড়ো বয়সে কুড়ানো আমার সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদির থলিটা। পুলিশ ডাকার কথা হল—কিন্তু সেবারেও ধৈর্য ধরে বসলেম বাল্যকালের মতো।

BANGLADARSHAN.COM

ফিরে এল সোনার হার জগন্নাথের মন্দিরের দিক থেকে। নুড়ি-ঝিনুকের থলিটাও এল; কেবল এল না নুড়িগুলো অতি যত্নে অনেক দিন ধরে জমা করা। চলে এলেম তাড়াতাড়ি সমুদ্রে-তীর ছেড়ে কলকাতায়। অপেক্ষা করতে পারলে হয়তো নুড়িগুলোও আসত ফিরে বনস্পতি হীরেটার মতো।

॥সমাপ্ত॥